বাংলা বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
কুমিল্লা-৩৫০৬, বাংলাদেশ

Department of Bangla
Cumilla University
Cumilla-3506, Bangladesh

স্মারক নং : কু.বি./বাংলা/ভা-সা-প(৫) ২০২৫/০১ তারিখ : ২৩/০৩/২০২৫

প্রাপক,

....

....

....

জনাব,

শুভেচ্ছা জানবেন।

আনন্দের সঙ্গে জানানো যাচ্ছে যে, বাংলা বিভাগ, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের বার্ষিক গবেষণা-জার্নাল ভাষা-সাহিত্য পত্রিকা-র (ডাবল ব্লাইন্ড পিয়ার রিভিউ) ৫ম সংখ্যা প্রকাশের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে। বাংলা ভাষায় লিখিত, মৌলিক-জিজ্ঞাসা ও গবেষণাফল সম্বলিত, সম্পাদকীয় নীতিমালা ও নির্ধারিত গবেষণা-পদ্ধতি (সংযুক্তি দ্রষ্টব্য) যথাযথভাবে অনুসরণ করে রচিত প্রবন্ধ আগামী ০৮/০৫/২০২৫-এর মধ্যে সম্পাদক বরাবর প্রেরণ করতে হবে। chairmanbangla@cou.ac.bd ই-মেইলে এমএসওয়ার্ড ও পিডিএফ ফাইল, ০২ (দুই) সেট প্রিন্ট কপি সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।

বিষয়টি আপনার বিভাগের সহকর্মী ও গবেষকদের অবগতির জন্য প্রচারের অনুরোধ করা হলো।

ধন্যবাদসহ,

অধ্যাপক ড. শামসুজ্জামান মিলকী
সম্পাদক, *ভাষা-সাহিত্য পত্রিকা*
ও
বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ
কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়, কুমিল্লা।

সম্পাদকীয় নীতিমালা

১. ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক মৌলিক জিজ্ঞাসা (research question) ও ফল (research result) সম্বলিত গবেষণা-প্রবন্ধ প্রেরণ করতে হবে। প্রবন্ধের শুরুতে গবেষণার লক্ষ্য, জিজ্ঞাসা ও প্রাপ্তি সম্পর্কিত অনধিক ১৫০ শব্দের সার-সংক্ষেপ (abstract) যুক্ত করতে হবে। প্রবন্ধের মৌলিকত্ব দাবি করে যুক্ত প্রচ্ছদপৃষ্ঠা/ঘোষণাপত্র ব্যতীত অন্য কোথাও প্রাবন্ধিকের নাম-ঠিকানা লেখা যাবে না। ০২ (দুই) সেট প্রিন্ট কপি নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সম্পাদক বরাবর পাঠাতে হবে।
chairmanbangla@cou.ac.bd ই-মেইলে এমএসওয়ার্ড ও পিডিএফ ফাইল পাঠাতে হবে।

২. মূল লেখা, উদ্ধৃতি, টীকা ও রচনাপঞ্জিসহ প্রবন্ধের শব্দ-সংখ্যা হবে সর্বনিম্ন ৩৫০০ থেকে সর্বোচ্চ ৬০০০-এর মধ্যে। প্রবন্ধ ব্যবহৃত উদ্ধৃতির শব্দসংখ্যা মোট শব্দসংখ্যার শতকরা ২৫ ভাগের অধিক হবে না। A4 কাগজের মাপে, Sutonny MJ ফন্টের ১৪ সাইজে প্রবন্ধের অক্ষরবিন্যাস করতে হবে। কম্পোজ হবে No Spacing স্টাইলে-এ পঙক্তিতে পঙক্তিতে স্পেস হবে ১.৫; পৃষ্ঠার চার পাশে মার্জিন রাখতে হবে ১ ইঞ্চি করে।

৩. গবেষণার তাৎপর্য ও যৌক্তিকতার আলোকে সম্পাদনাপর্ষদ লেখার মান ও গুরুত্ব যাচাই-বাছাই করে থাকেন এবং সুস্পষ্ট কারণ দেখিয়ে প্রাথমিক পর্যায়ে যে-কোনো লেখা বাতিল করার এখতিয়ার রাখেন। সম্পাদনা পর্ষদের ইতিবাচক সুপারিশপ্রাপ্ত প্রবন্ধই মূল্যায়নকারীর নিকট পাঠানো হবে।

৪. অভিজ্ঞ ও বিশেষজ্ঞ মূল্যায়নকারীর ইতিবাচক সুপারিশ সাপেক্ষে প্রবন্ধ প্রকাশ করা হয়। লেখার প্রকাশযোগ্যতার ক্ষেত্রে মূল্যায়নকারীর মতকেই চূড়ান্ত বলে গণ্য করা হয়।

৫. লেখার ভাষারীতি : চলিত মান বাংলা; বানানরীতি : বাংলা একাডেমিক কর্তৃক গৃহীত সর্বশেষ বানানরীতি।

গবেষণারীতি

১. উদ্ধৃতির আকার : উদ্ধৃতি ২৫ শব্দের বেশি হলে আলাদা অনুচ্ছেদ তৈরি করে নিতে হবে। শব্দসংখ্যা ২৫-এর নিচে হলে উদ্ধৃতিচিহ্নের মাধ্যমে মূল পাঠের সঙ্গে ব্যবহার করতে হবে।

২. কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক-সৃষ্টিশীল রচনার উদ্ধৃতি : কবিতা-ছোটগল্প-উপন্যাস-নাটক ইত্যাদি সৃষ্টিশীল রচনার উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র লেখার কৌশল নিম্নরূপ:
একটি লেখায় বিভিন্ন কবি-লেখকের উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে:
(শামসুর রাহমান, 'দুঃসময়ে মুখোমুখি', ২০০৬ : ৫০)
(আল মাহমুদ, 'কবিতা এমন', ১৯৮৭ : ১০)
একটি লেখায় একই কবি-লেখকের একক গ্রন্থ/ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থ থেকে উপর্যুপরি উদ্ধৃতি দানের ক্ষেত্রে:
('পানকৌড়ির রক্ত', ১৯৮৬ : ১৯)
('জলবেশ্যা', ১৯৮৬ : ৩৫)

৩. বিদেশি নামের ব্যবহার : বিদেশি নাম ব্যবহারের ক্ষেত্রে লেখকের শেষ নাম ব্যবহার করে তথ্যসূত্র প্রদান করতে হবে। যেমন: (Achebe 1993 : 20)

৪. একাধিক লেখক : একাধিক লেখা হলে দুই বা তিন জনের নামই উল্লেখ করতে হবে। এসব ক্ষেত্রে দুটি বা তিনটি নাম 'ও' দ্বারা যুক্ত করতে হবে। যেমন : 'আধুনিক কবিতা বিষয়ে আবু সয়ীদ আইয়ুব বলেন : ....' (আবু সয়ীদ আইয়ুব ও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ১৯৯২ : ৯); বিদেশি নামের ক্ষেত্রে 'and' যুক্ত করতে হবে। কোন বই বা লেখার তিনের অধিক লেখক হলে প্রথম লেখকের নামের সঙ্গে 'অন্যান্য' শব্দটি লিখতে হবে; স্বাভাবিক নিয়ম অনুসারে প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা নম্বর ব্যবহার করতে হবে।

৫. একাধিক সূত্রের উল্লেখ : এক সঙ্গে দুই বা ততোধিক লেখকের ভিন্ন ভিন্ন বইয়ের বক্তব্যের সারাংশ গ্রহণ করলে তথ্যসূত্র লেখার সময় প্রতিটি সূত্রকে সেমিকোলন দিয়ে আলাদা করতে হবে। যেমন : 'ভাবাদর্শগতভাবে আধুনিক কবিতার সমালোচকবৃন্দ মূলত

প্রতীচ্যকেন্দ্রিক।' (বুদ্ধদেব বসু ১৯৮১; দীপ্তি ত্রিপাঠী ১৯৬৩)। এ-ক্ষেত্রে সর্বশেষ রচিত ও প্রকাশিত বইয়ের তথ্য প্রথমে যুক্ত হবে। অর্থাৎ সাম্প্রতিক থেকে ক্রমশ পুরনো বইয়ের তথ্য প্রদান করতে হবে।

৬. একই সনে একজন লেখকের একাধিক লেখা : একজন লেখকের একই সনে লিখিত দুই বা ততোধিক বই যদি ব্যবহার করতে হয়, সেক্ষেত্রে লেখার পার্থক্য করার জন্য সনের সঙ্গে ক, খ, গ/a, b, c ইত্যাদি স্বাতন্ত্র্যসূচক যুক্ত করতে হবে। যেমন : চিনুয়া আচিবের দুটি লেখা ১৯৬৩-তে বেরিয়েছে–একটি উপন্যাস, অন্যটি প্রবন্ধ; একটি প্রবন্ধে যদি দুটিই ব্যবহৃত হয় সেক্ষেত্রে প্রবন্ধে সূত্র লিখতে হবে এভাবে : (Achebe 1993a : 20, (Achebe 1993b : 25)।

৭. একজন লেখকের একাধিক বই পরপর : একজন লেখকের একাধিক বইয়ের ভাববস্তু পরপর ব্যবহার করার ক্ষেত্রে লিখতে হবে লেখকনাম এবং কালানুক্রমিকভাবে ভিন্ন ভিন্ন প্রকাশকাল; যেমন : (বুদ্ধদেব বসু ১৯৬১, ১৯৬৬, ১৯৮১)।

৮. সম্পাদিত গ্রন্থ থেকে : সাময়িকপত্র ও সম্পাদিত গ্রন্থে প্রকাশিত কোনো লেখা থেকে উদ্ধৃতি গৃহীত হয়ে থাকলে সহায়ক লেখার লেখক-নামের পাশে প্রাসঙ্গিক গ্রন্থ বা সাময়িকীর প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা লিখতে হবে। প্রবন্ধের শেষে সংযোজিত রচনাপঞ্জিতে সাময়িকপত্র বা সম্পাদিত গ্রন্থের দরকারি তথ্য হাজির করতে হবে। অর্থাৎ গবেষক তাঁর প্রবন্ধে সূত্র উল্লেখ করবেন এভাবে : (নির্মাল্য বাগচী ১৯৯৭ : ১০৭); অর্থাৎ ১৯৯৭ সালে প্রকাশিত গ্রন্থ থেকে নির্মাল্য বাগচীর উদ্ধৃতিটি গৃহীত হয়েছে। নির্মাল্যের লেখাটি যেহেতু সম্পাদিত বইয়ের অন্তর্ভুক্ত সেহেতু প্রবন্ধের শেষ রচনাপঞ্জিতে পূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে : নির্মাল্য বাগচী (১৯৯৭), 'ঔপনিবেশিক যুগে ভরতের উচ্চ শিক্ষাব্যবস্থা', *উনিশ শতকের বাঙ্‌লার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, (সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা।

৯. সাময়িকপত্র থেকে গৃহীত লেখার তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে : সাময়িকপত্রে প্রকাশিত কোন লেখার তথ্য এভাবে লেখা হবে : (সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২০০৬ : ৪১); অর্থাৎ ২০০৬ সালে প্রকাশিত লেখা থেকে উদ্ধৃতি গ্রহণ করা হয়েছে; লেখাটি যেহেতু *নতুন দিগন্ত* পত্রিকা থেকে গৃহীত সেহেতু প্রবন্ধের রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬), 'জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি', *নতুন দিগন্ত*,(সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), এপ্রিল-জুন, ঢাকা।

১০. দৈনিক পত্রিকার তথ্য : দৈনিক পত্রিকার বেনামী প্রতিবেদন বা সংবাদ থেকে গৃহীত তথ্যের ক্ষেত্রে তথ্যসূত্র লিখতে হবে এভাবে : (*ইত্তেফাক* ২০১০ : ২)। রচনাপঞ্জিতে সহায়ক পত্র-পত্রিকার তালিকায় প্রকাশনা বিবরণ যুক্ত করতে হবে। তবে লেখক-নাম যুক্ত থাকলে লেখকনাম ব্যবহার করে সূত্র লিখতে হবে; *দৈনিক ইত্তেফাক* পত্রিকা থেকে গোলাম মুর্তোজার একটি প্রতিবেদন ব্যবহার করা হয়েছে, সেক্ষেত্রে সূত্র লিখতে হবে, যেমন : (গোলাম মুর্তোজা ২০১৩ : ৩); রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে : গোলাম মুর্তোজা (২০১৩), *দৈনিক ইত্তেফাক*, (সম্পাদক : আনোয়ার হোসেন মঞ্জু), ৩ জানুয়ারি, ঢাকা।

১১. মাঠকর্মভিত্তিক তথ্য : গবেষক কর্তৃক সম্পাদিত মাঠকর্মের ভিত্তিতে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত পরিবেশনের ক্ষেত্রে লেখক মূল লেখায় মাঠকর্মের প্রসঙ্গ উল্লেখ করবেন। পরবর্তী সময় আবারও তথ্য-উপাত্তের সূত্রোল্লেখের দরকার পড়লে সূত্র লিখবেন এভাবে : (গবেষক ২০১৩)–এর দ্বারা বোঝা যাবে গবেষকের ২০১৩ সালে সম্পাদিত মাঠকর্ম থেকে প্রাপ্ত তথ্য ও উপাত্ত গৃহীত হয়েছে। প্রবন্ধের যে-অংশ/অনুচ্ছেদে লেখক প্রথমবার মাঠকর্মের প্রসঙ্গ টানবেন সে-অংশের পাদটীকায় মাঠকর্ম সম্পর্কিত দরকারি ভাষ্য উপস্থাপন করবেন। রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে এভাবে : গবেষকের নাম (সাল). গবেষণাকর্মের শিরোনাম (গবেষণা-তত্ত্বাবধায়কের নাম যদি থাকে) গবেষণাক্ষেত্রের নাম।

১২. সাক্ষাৎকার : প্রবন্ধে কোন লেখকের মুদ্রিত সাক্ষাৎকার ব্যবহৃত হয়ে থাকলে সূত্র উল্লেখ করতে হবে এভাবে : (হাসান আজিজুল হক ১৯৯২ : ১২); অর্থাৎ ১৯৯২ সালে হাসান আজিজুল হক সংশ্লিষ্ট বক্তব্যটি উপস্থাপন করেছেন। রচনাপঞ্জিতে সাক্ষাৎকারগ্রন্থের অথবা যে-প্রকাশনায় সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়েছে তার বিবরণ দিতে হবে। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারীর নাম যুক্ত থাকলে বিবরণে অবশ্যই তা যুক্ত করতে হবে। সাক্ষাৎকার অমুদ্রিত হলে লিখতে হবে : (হাসান আজিজুল হক ১৯৯২)।
এসব ক্ষেত্রে পাদটীকায় সাক্ষাৎকার গ্রহণের কারণ, তারিখ, সময়, স্থান ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে।

১৩. অনূদিত লেখা : অনূদিত লেখার ক্ষেত্রে মূল লেখকের নাম, অনুবাদ গ্রন্থের প্রকাশকাল ও পৃষ্ঠা ব্যবহৃত হবে। যেমন : (হাইনরিশ হাইনে ১৯৯৭ : ৬২); রচনাপঞ্জিতে লিখতে হবে : হাইনরিশ হাইনে (১৯৯৭), 'শীত', অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ, *তরবারি আমি*, *আমি শিখা*, সম্পাদনা : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত, প্রমা, কলকাতা

১৪. প্রতিষ্ঠানিক নথি ও প্রকাশনা : প্রতিষ্ঠানিক নথি ও প্রকাশনায় লেখকনাম না থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ব্যবহার করতে হবে। যেমন: (বাংলা একাডেমি ২০১৫ : ১৯); রচনাপঞ্জিতে প্রতিষ্ঠানের নাম, প্রকাশকাল, নথির নাম, স্থান ইত্যাদি লিখতে হবে।

১৫. টীকা : টীকাভাষ্য যুক্ত করতে হবে সংশ্লিষ্ট পৃষ্ঠার নিম্নভাগে পাদটীকা আকারে : একটি টীকার সর্বোচ্চ শব্দসংখ্যা হবে ৫০।

১৬. ফ্ল্যাপের তথ্য : বইয়ের ফ্ল্যাপের উদ্ধৃতি বা তথ্য যুক্ত করতে চাইলে মূল পাঠে গবেষক তা বিবরণের মাধ্যমে স্পষ্ট করবেন। তথ্যসূত্র লেখার সময় খেয়াল রাখবেন ফ্ল্যাপটি কেউ স্বনামে লিখেছেন কি না, লিখলে গবেষক তা বিবরণে উল্লেখ করবেন। বেনামে লিখতে হলে তাও উল্লেখ করবেন। পাদটীকায় স্পষ্ট করবেন কোন লেখকের কোন বইয়ের ফ্ল্যাপ থেকে কথাগুলো নেয়া হয়েছে। সূত্র লিখবেন এভাবে : (বইয়ের নাম, প্রকাশকাল)। ফ্ল্যাপের লেখা স্বনামে প্রকাশিত হলে তথ্যসূত্র হবে : (ফ্ল্যাপ লেখকের নাম, প্রকাশকাল)। রচনাপঞ্জিতে প্রকাশনা বিবরণ উল্লেখ করবেন।

১৭. অপ্রকাশিত উৎসের তথ্য ও উদ্ধৃতি : অপ্রকাশিত প্রাতিষ্ঠানিক গবেষণা ও নথিপত্র ব্যবহার করা যাবে। এসব ক্ষেত্রে গবেষকের/নথিরচনাকারীর নাম, সন, পৃষ্ঠা ব্যবহার করতে হবে। রচনাপঞ্জিতে বিস্তারিত বিবরণ যুক্ত করতে হবে। গবেষক/নথিরচনাকারীর নাম না থাকলে প্রতিষ্ঠানের নাম ও সন ব্যবহার করতে হবে।

১৮. ওয়েবসাইট ব্যবহার : ওয়েবসাইট থেকে তথ্য গৃহীত হলে উদ্ধৃতি বা তথ্যের পাশে লেখক-নাম লিখে ওয়েবসাইটের নাম লিখতে হবে। যেমন : (Jose Carlos Mariategui : *www.marxists.org*)| পাদটীকায় সংশ্লিষ্ট ওয়েবসাইট বা লেখার দরকারি বিবরণ দেয়া যেতে পারে। রচনাপঞ্জিতে লেখকের নাম, প্রকাশকাল জানা থাকলে কাল, লেখার শিরোনাম, লেখার লিংক এবং সর্বশেষ সাইট ব্যবহারের তারিখ যুক্ত করতে হবে। যেমন : Jose Carlos Mariategui (1928), `Seven Interpretative Essayson Peruvian Reality', *http:/ / www.marxists.org/archive/works/1928/essay07.html (Accessed : 10 Jun 2013)*

১৯. রচনাপঞ্জি : রচনাপঞ্জি বা সহায়কপঞ্জি সংযোজিত হবে প্রবন্ধের শেষে। এই তালিকায় গ্রন্থ, গ্রন্থভুক্ত লেখা, সাময়িকী পত্র-পত্রিকায় প্রকাশিত লেখাসমূহের প্রকাশনা বিবরণ সংযোজিত হবে। ইংরেজি রচনার তালিকা পেশ করতে হবে বাংলা তালিকার পর। রচনাপঞ্জিতে আকর গ্রন্থ, সহায়ক গ্রন্থ, নথিপত্র, অপ্রকাশিত গবেষণাপত্র, বেনামী পুস্তক, অভিধান, পত্র-পত্রিকা ইত্যাদির জন্য আলাদা আলাদা উপ শিরোনাম ব্যবহার করার প্রয়োজন নেই। রচনাপঞ্জি লিখিত হবে লেখক-নামের বর্ণানুক্রমে। বিদেশি নামের শেষ নাম আগে বসবে, প্রথমে নাম পরে বসবে। রচনার শিরোনাম লিখতে হবে উদ্ধৃতিচিহ্নের মধ্যে। বই ও পত্রপত্রিকার নাম বাঁকা অক্ষরে লিখতে হবে। কোনো গ্রন্থের ১ম সংস্করণ ব্যবহৃত হলে রচনাপঞ্জিতে তা উল্লেখের প্রয়োজন নেই। বইয়ের যে-সংস্করণটি ব্যবহৃত হয়েছে কেবল তার প্রকাশ সাল লিখতে হবে, পত্রিকার ক্ষেত্রে : পত্রিকার বর্ষ, সংখ্যা, মাস, তারিখ, সম্পাদক ইত্যাদি উল্লেখ করতে হবে। নমুনা :

জসীম উদ্‌দীন (১৯৯০), *জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ*, প্রথম খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা
(১৯৯২), *ঠাকুরবাড়ির আঙ্গিনায়*, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা
(২০০১), *জসীম উদ্‌দীনের প্রবন্ধসমূহ*, দ্বিতীয় খণ্ড, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা
(২০০৩), *জীবনকথা*, ষষ্ঠ মুদ্রণ, পলাশ প্রকাশনী, ঢাকা

নির্মাল্য বাগচী (১৯৯৭), *বাঙলার জাগরণ : তর্ক ও বিতর্ক*, (সম্পাদক : নরহরি কবিরাজ), কে পি বাগচী এ্যান্ড কোম্পানী, কলকাতা

গোলাম মুর্তোজা (২০১৩), *দৈনিক ইত্তেফাক*, (সম্পাদক : আনোয়ার হোসেন মঞ্জু), ৩ জানুয়ারি, ঢাকা

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী (২০০৬), 'জাতীয়তাবাদ, সাম্প্রদায়িকতা ও জনগণের মুক্তি', *নতুন দিগন্ত*, (সম্পাদনা : সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী), এপ্রিল-জুন, ঢাকা

হাইনরিশ হাই (১৯৯৭), 'শীত', অনুবাদ : শঙ্খ ঘোষ, *তরবারি আমি*, *আমি শিখা*, (সম্পাদনা : শুভরঞ্জন দাশগুপ্ত), প্রমা, কলকাতা।

Mariategui Jose Carlos (1928), `Seven Interpretative Essayson Peruvian Reality', *http://www.marxists.org /archive/mariateg/works/1928/essaya07.html* (*Accessed : 10 jun 2013*)

Sen Priyaranjan (1966), *Western Influence in Bengali in Literature*, Academic Publishers, Calcutta, 3rd edition.